দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ ... 10 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

জামায়াতি সংগঠন মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের অনুষ্ঠানে দুই সরকারী কর্মকর্তা

সর্বস্তরে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া

স্টাফ রিপোর্টার

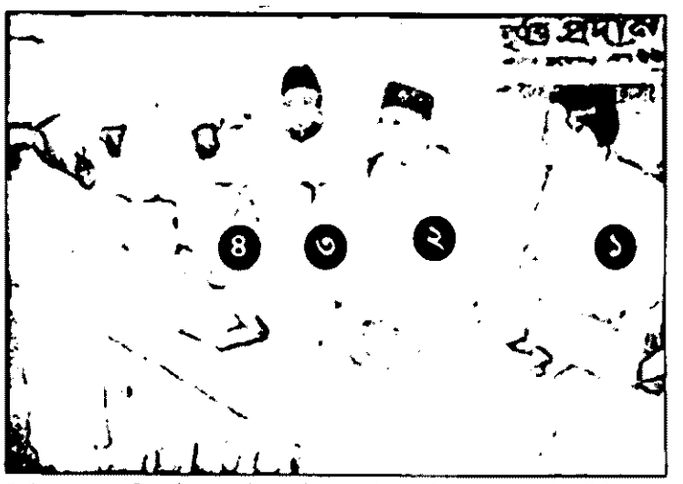

রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের কর্মসূচীতে কোন সরকারী কর্মকর্তার অংশগ্রহণের নজির না থাকলেও গতকাল (শনিবার) জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ ফেনী জেলা শাখা আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নজির স্থাপন করলেন ২ সরকারী পৃঃ ১১ কঃ ৬

ইনকিলাব : জামায়াতী সংগঠন মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের অনুষ্ঠানে ডানদিক থেকে (১) ফেনীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জাফরুল ইসলাম আরিফি, (২) জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা যয়নুল আবেদীন, (৩) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ ইউসুফ ও (৪) ফেনী জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া

জামায়াতি সংগঠন মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তা। তারা হলেন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ ও ফেনীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ জাফরুল ইসলাম আরিফি। ওই সরকারী দুই কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সরকারী কর্মকর্তাদের এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিয়ে ফেনীতে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে সবখানে চলছে তীব্র সমালোচনা। ফেনীর শহীদ জহির রায়হান হলে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের পূর্বে দাওয়াতপত্রে বিশেষ অতিথি হিসেবে ফেনী জেলা প্রশাসক মোঃ মামুন খানের নাম উল্লেখ থাকলেও তার স্থলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) যোগদান করেন। জানা গেছে, জেলা প্রশাসক কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে না পারলে তার স্থলে তিনিই একজন এডিসিকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান। তাছাড়া অনুষ্ঠানের আগের দিন পত্রিকায় এ বিষয় সংবাদ ছাপা হওয়ায় বিষয়টি বুঝতে পেরে নিজে না গিয়ে তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের ওপর ছেড়ে দিয়ে সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকার কৌশল গ্রহণ করেন। জামায়াতে ইসলামীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ফেনী আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল শিক্ষক পরিষদ ফেনী জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা ফারুক আহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা ও পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল যয়নুল আবেদীন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ফেনী জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও দারুল ইসলাম সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া, মাদ্রাসা শিক্ষা পরিষদের জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান ও স্থানীয় কয়েকজন জামায়াত নেতা।

ফেনীর সচেতন মহলের প্রশ্ন হচ্ছে, কোন স্বার্থে কার স্বার্থে সরকারী চাকরির আচরণবিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরকারী দুই কর্মকর্তা স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের দাওয়াতে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে নিজেদের রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িয়ে ফেললেন। অনুষ্ঠানের আগের দিন এ বিষয়ে পত্রিকায় লেখা হলেও তাতেও তারা কর্ণপাত না করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। এটা সরকারী কর্মকর্তাদের সরাসরি আচরণবিধি লংঘিত হয়েছে বলে সকলে মনে করেন। এখানে উল্লেখ্য, জহির রায়হান হলের এই সমাবেশে জামায়াত ও শিবিরের জেলা-উপজেলা পর্যায়ের সাথী ও রোকন ছাড়াও ফালাহিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের সমাগম বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক মোঃ মামুন খানের জামায়াতপ্রীতির আরো একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। তিনি ফেনী জেলা বড় মসজিদে ইমাম পদে নিয়োগ দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর একজন লোককে। ৩/৪ মাস পূর্বে ইমাম নিয়োগের দায়সারাগোছের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বয়স, অভিজ্ঞতা, বিবাহিত/অবিবাহিত- এসব কিছুই উল্লেখ না করে তিনি সাইফুল ইসলাম নামের এক তরুণকে ইমাম পদে নিয়োগদান করেন মসজিদের মুসল্লীদের মতামত উপেক্ষা করে। বর্তমানে এ বিষয়টি নিয়েও শহরবাসীর মধ্যে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই। জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে ফেনী বড় মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি, জেলা প্রশাসকের জামায়াতপ্রীতিতে জেলার সচেতন মহল উদ্বিগ্ন হতবাক। জামায়াতপ্রীতিতে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানও বেশ বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন।